Released 27-11-1949

BENGAL NATIONAL STUDIOS
ART & ENTERTAINMENT

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

কর্ম্মীবৃন্দ

সঙ্গীত : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইস্‌লাম

সংলাপ : চারুবিকাশ দত্ত, সুরসৃষ্টি : কালিপদ সেন, রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিচালক : দ্বিজেন চৌধুরী, অবাহ্‌-সঙ্গীত : গোপেন মল্লিক, চিত্র-সম্পাদক : অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় : প্রধান প্রচার-সচিব : বিশ্বদূত, চিত্র শিল্পী : ডি, মেহেতা, শব্দধারক : অবনী চট্টোপাধ্যায়, শিল্প-নির্দ্দেশক : অনিল পাল, দৃশ্য-সজ্জাকর : ছেদীলাল শর্ম্মা, স্থিরচিত্রী : রোশন লাল, আলোক-সম্পাতকারী : লক্ষণ মিস্ত্রি, চিত্রাঙ্কন-শিল্পী : হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ও শ্যামল দাশগুপ্ত, রূপসজ্জাকর : তিনকড়ি অধিকারী ও আস্‌গর আলি, প্রধান ব্যবস্থাপক : ভীষণদেব নারাং।

প্রযোজক—**সত্যদেব নারাং**, পরিচালক—**নির্ম্মল চৌধুরী**

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় : পীযূষ গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দ্রদেব ও রাহী, আলোক চিত্রে : রাম অযোধ্যা, রঘুবীর সিংহ ও শ্যামসুন্দর, শব্দ গ্রহণে : ধীরেন পাল, সোমেন চট্টোপাধ্যায় ও সুধাংশু চৌধুরী, সম্পাদনায় : দুলাল দত্ত ; ব্যবস্থাপনায় : ঈশ্বর দাস ; রূপসজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী ও অনন্ত দাস।

চিত্র পরিস্ফুটন : বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরী

চরিত্র-চিত্রণে

প্রীতিলতা : দীপ্তি রায়, পুষ্পকুন্তলা : বনানী চৌধুরী, কুন্দপ্রভা : স্মৃতি বিশ্বাস, সূর্য্যসেনের মা : অর্পনা দেবী, লোকনাথের মা : কল্পনা রায়, সাবিত্রী : মনোরমা, লোকনাথ বল : দীপক মুখোপাধ্যায়, নির্ম্মল সেন : গৌতম মুখোপাধ্যায়, অনন্ত সিং : সুনীল দাশগুপ্ত, গণেশ ঘোষ : ধীরাজ দাস, চারুবিকাশ দত্ত : মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী : দেবু মুখোপাধ্যায়, রাজেন দাস : ইন্দ্রদেব, অনুরূপ : হুসেন, অপূর্ব্ব : পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় (এঃ), মহেন্দ্র : অমর চট্টোপাধ্যায় (এঃ) ও বেলেঘাটা ভারতী ব্যায়ামাগারের সভ্যবৃন্দ

সূর্য্য সেন (মাষ্টার দা') : **ভবেন মজুমদার**

একমাত্র পরিবেশক – এ্যাসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স

কাহিনী

"সাম নিনাদিত কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত
পবিত্রিলা এই দেশ" !
—সুজলা—সুফলা—শ্যামা হে ভারত, পুণ্যভূমি মোর !
লহ নমস্কার !

যারা এসেছিল বিজেতার বেশে, সন্তানের মত ঠাঁই নিল তোমার কোলে। লুণ্ঠনকারী দস্যু হলো স্নেহের নিগড়ে বন্দী।

সাত সমুদ্র পার হয়ে এলো বিদেশী বনিকের দল পাত্র হাতে নিয়ে : পোর্ত্তুগীজ—ইংরাজ—ফরাসী।

কালিকটে এলেন পোর্ত্তুগীজ অগ্রদূত ভাস্কোডিগামা। দিল্লীর দরবারে ইংরাজ ভিষক স্যার টমাস্ রো। প্রার্থণা করলেন এদেশে ইংরাজের বানিজ্য অধিকার। সম্রাট ফরমান্ দিলেন। নতজানু হয়ে বিদেশী বণিক গ্রহণ করলো সে অনুগ্রহ।

বাংলার অন্নে পরিপুষ্ট হয়ে সুচতুর ইংরাজ, রাজশক্তি হস্তগত করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'লো। ওয়াটস্‌ন আর রবার্ট ক্লাইভ পলাশীর রণক্ষেত্রে যুদ্ধের অভিনয় করে মীরজাফরের সাহায্যে গ্রহণ করলো বাংলার স্বাধীনতা, সিরাজদ্দৌলা হলেন নিহত। মহাপাপের বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হলো বিরাট বিষবৃক্ষের রূপে। শতাব্দীর অন্ধকারে স্তিমিত হ'লো জাতির প্রাণ শক্তি।

—" রাজদণ্ডরূপে বণিকের মানদণ্ড দেখা দিলো, পোহালে শর্ব্বরী।"

* * *

সুরু হয় অপকৌশল, ডালহৌসীর আত্মসাৎ নীতি। এবার জ্বলে ওঠে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন। সে আগুন ছড়িয়ে পড়লো সারা ভারতে। দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন সম্রাট বাহাদুর শাহ। কাণা রজব আলীর ষড়যন্ত্রে কর্ণেল হাডসন্ আবার রাজশক্তি হস্তগত করলো। বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহ বন্দী হলেন। তাঁর চোখের সামনে পুত্রদের গুলি করে মারা হ'লো। অশীতিপর বৃদ্ধ সম্রাট নির্ব্বাসিত হলেন ব্রহ্মদেশের জঙ্গলে। স্বাধীন ভারতের শেষ সম্রাট ভিখারীর মত আশ্রয় নিলেন মৃত্যুর কোলে।

শাসনের নামে শোষণের বিষক্রিয়ায় জাতির অস্থিমজ্জা জর্জ্জরিত হ'লো। বিদ্রোহের কেন্দ্র বাংলাকে বিভক্ত করবার জন্য ইংরাজ চেষ্টিত হ'লো। জেগে উঠলো জাতীয় আন্দোলন। ঋষি বঙ্কিমের "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে জাতিকে অনুপ্রাণিত করলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ। বাংলার বুকে জ্বলে উঠলো বিদ্রোহের আগুন—বিদেশী রাজশক্তি শোধ নিল তার ক্ষুদিরাম ও কানাইলালকে ফাঁসি দিয়ে............

* * *

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধে ইংরাজ বিপন্ন হ'লো। ধূর্ত্ত ইংরাজ সুরেন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য ভারতীয় নেতাদের কাছে প্রার্থণা করলো সাহায্য। বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি দিল, যুদ্ধশেষে ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হ'বে।

মিথ্যাচারী ইংরাজকে বিশ্বাস করতে না পারলেও ঐতিহ্যময় ভারত সাহায্যদানে দ্বিধা করলো না।

যুদ্ধে ইংরাজ জয়ী হ'লো। কার্য্য সিদ্ধির পর মিথ্যাচারী বিদেশী বণিকদের স্বায়ত্ত শাসনের বিনিময়ে রচিত হ'লো রাওলাত আইন।

বিক্ষুব্ধ-যুবশক্তি আলোড়িত হ'য়ে উঠলো। বাংলার নিভৃত প্রান্ত চট্টগ্রামে পৌছল তাঁর সাড়া। ছাত্র সূর্য্যসেন তাঁর সহযোগীদের মনে জাগালো রাজনীতির প্রেরণা।

বাংলার বুকে চট্টগ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রামের আর এক অধ্যায় রচিত হ'লো **বিপ্লবী সূর্য্য সেনের নেতৃত্বে।**............

* * *

সূর্য্য সেন খুব ছোট্ট নাম। অতি সাধারণ—আর দশজন সাধারণের মতই তাঁকে দেখতে। সূর্য্য সেন— বাইরে থেকে দেখলে তাঁকে বোঝা যায় না—মনে তাঁর বিপ্লবের আগুন, প্রাণে তাঁর দুর্জ্জয় সাহস। কর্ত্তব্য কঠোর গম্ভীর, স্বল্পভাষী এই লোকটীর মন অথচ ছিল ফুলের মত।

বহরমপুর কলেজ থেকে সূর্য্য সেন বি, এ পাশ করেন। সেই স্থানে অধ্যয়নকালে এক মারাঠি বিপ্লবী রাজবন্দীর কাছ থেকে তিনি বৈপ্লবিক আদর্শের প্রেরণা পান। কলেজ জীবন শেষ করে তিনি নিজ জেলা চট্টগ্রামে ফিরে এসে ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নেন। এইখান থেকেই সুরু হয় তাঁর মাষ্টারদা নামের পরিচয়। জাতীয় আন্দোলনের আশা আকাজ্ক্ষার প্রতীক কংগ্রেস ছিল তাঁর অতি প্রিয়। ১৯২০ সনে মহাত্মাজীর

অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে সমস্ত দেশ সাড়া দিয়ে উঠে! সূর্য্য সেন ও তাঁর দলের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় কর্ম্মিগণ—নির্ম্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং সে আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯২১ সনে গান্ধীজী সে আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। সূর্য্য সেন ও তাঁর কর্ম্মীরা তখন চট্টগ্রামে বৈপ্লবিক সংগঠনের কাজে মন দেন।

১৯২৮ সনে কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে সর্ব্বত্যাগী সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টায় সর্ব্ব-ভারতীয় বৈপ্লবিক দল সমূহের গোপন বৈঠকে সারাভারতব্যাপী অভ্যুত্থানের স্বপ্ন বিফল হ'য়ে যায়। সূর্য্য সেন তখন তাঁর দলবল নিয়ে চট্টগ্রামে তাঁদের কর্ম্মস্থান বেছে নেন্। হয় জয়—নয় মৃত্যু, এই পণ নিয়ে তারা এগিয়ে আসে। কাঁপিয়ে তোলে তাঁরা চট্টলার মাটি। বিদেশী রাজশক্তির অস্ত্রাগার তারা অভিযান করে অধিকার করে নেয়। ক্ষণিকের জন্য হয়ত কেঁপে ওঠে বৃটিশ সিংহ। জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে পিছু হঠে ইংরাজ সৈন্য। দেশের মুক্তিকামী বীরেরা অনেকে প্রাণ দেয় সে যুদ্ধে। ভারতের জাতীয় পতাকা তুলে ধরে মরণজয়ীর দল সেই পাহাড়ে। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস যারা রচনা করে যায় নিজেদের প্রাণ দিয়ে তাদের মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে সর্ব্বাধিনায়ক মাষ্টারদা আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে আর একবার স্মরণ করিয়ে দেন তাঁর কর্ম্মীদের—"কাজ আমাদের শেষ হয় নি—এগিয়ে চলো, এগিয়ে চল।"

এগিয়ে তারা চলেছিল; পেছু তারা হঠে নি। বিদেশী ইংরাজ সরকারের কারাগারে কত প্রাণ অকালে বলি হয়ে গেল, কত প্রাণ গেল ফাঁসীর মঞ্চে।......... এক বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে সূর্য্য সেনও ধরা পড়লেন। শক্তিমান্ এই পুরুষের জীবনও শেষ হ'লো ফাঁসীর মঞ্চে।

"হে অমর, মৃত্যু নয়, জয়-যাত্রা মরণের পারে,
মেঘমুক্ত নীলাকাশে ইন্দ্রধনু রচিল তোরণ!
বাজিল মঙ্গল-শঙ্খ রুদ্ধ কারাগারে।"

—এক—

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী,
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্য করোজ্জ্বল ধরণী জনক জননী জননী ॥
নীল সিন্ধু-জল ধৌত-চরণ তল, অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর চুম্বিত ভাল হিমাচল, শুভ্র তুষার কিরীটিনী ॥
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে জ্ঞানধর্ম্ম কত কাব্য কাহিনী।
চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা পুণ্য পীযূষ স্তন্য বাহিনী ॥

—রবীন্দ্রনাথ

—দুই—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুট্‌বে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে ॥
আজকে যে তোর কাজ করা চাই, স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই—
এখন ওরা যতই গর্জাবে, ভাই, তন্দ্রা ততই ছুটবে,
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে ॥
ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে গড়বে ততই দ্বিগুন করে,
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা ততই যে ঢেউ উঠ্‌বে ॥
তোরা ভরসা না ছাড়িস্ কভু, জেগে আছেন জগৎ প্রভু—
ওরা ধর্ম্ম যতই দলবে ততই ধূলায় ওরা ধ্বজা লুটবে,
ওদের ধূলায় ধ্বজা লুটবে ॥

—রবীন্দ্রনাথ

—তিন—

চল্—চল্—চল্
ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণী তল,
অরুণ প্রাতে তরুণ দল, চল্‌রে চল্‌রে চল্।
চল্—চল্—চল ॥
ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত, আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত, বাধার বিন্ধ্যাচল।
নব নবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশ্মশান,

আমরা দানিব নতুন প্রাণ, বাহুতে নবীন বল।
চল্‌রে নৌ-জোয়ান, শোন্‌রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ দুয়ারে দুয়ারে জীবনের
আহ্বান।
ভাঙ্‌রে ভাঙ্‌ আগল, চল্‌রে চল্‌রে চল্‌।
চল্‌—চল্‌—চল্‌॥
ঊর্দ্ধে আদেশ হানিছে বাজ—
শহীদী ঈদের সেনারা সাজ.
দিকে দিকে চলে কুচ কাওয়াজ
খোলরে নিঁদ্‌-মহল!
কবে সে খেয়ালি বাদ্‌শাহী
সেই সে অতীতে আজো চাহি'
যাস্‌ মুসাফির গান গাহি'
ফেলিস্‌ অশ্রুজল।
—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

—চার—

কারার ঐ লৌহ-কবাট
ভেঙে ফেল্‌, কর্‌রে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল-পূজোর পাষাণ বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ!
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি'।

* * *

গাজনের বাজনা বাজা!
কে মালিক? কে সে রাজা?
কে দ্যায় সাজা
মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে?
হা হা হা পায় যে হাসি,
ভগবান পর্‌বে ফাঁসি?
সর্ব্বনাশী
শিখায় এ হীন তথ্য কে রে?

ওরে ও পাগ্‌লা ভোলা,
দে রে দে প্রলয় দোলা
গারদ গুলা
জোর সে ধরে হেঁচ্‌কা টানে।
মার্‌ হাঁক হৈদরী হাঁক,
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক্‌
ডাক ওরে ডাক
মৃত্যুকে ডাক্‌ জীবন পানে!

* * *

নাচে ঐ কাল্‌-বোশেখী,
কাটাবি কাল ব'সে কি?
দে রে দেখি
ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি'!
লাথি মার ভাঙ্‌রে তালা!
যত সব বন্দী শালায়—
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল্‌ উপাড়ি'!
—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

মহাবোধি চিত্রম্-এর নিবেদন :—

মুমূর্ষু পৃথিবী

কাহিনী :—হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
প্রযোজনা ও পরিচালনা : নির্মল চৌধুরী
শ্রেষ্ঠাংশে : ভ বে ন ম জু ম দা র

এ্যাশোশিয়েটেড্ ডিস্‌ট্রিবিউটার্সে'র পক্ষ হইতে শ্রীসুনীল সরকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত এবং গ্লাসগো প্রিন্টিং কোং লিমিটেড কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
প্রধান প্রচার সচিব : বিশ্বদূত

মূল্য—দুই আনা